দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... JAN 21 2000
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

102

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে শিক্ষা কার্যক্রম অচল হয়ে পড়েছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসনির্ভর আন্দোলন এবং প্রশাসনের ব্যর্থতায় শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে পড়েছে। শিবির ক্যাম্পাসে তাদের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ হাজার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা অস্ত্র এবং ত্রাসের কাছে এখন অসহায়। তারা এই অপশক্তির হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখন পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেখানে শিবিরের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের ইশারায় নানা অপকর্ম পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবং ১৫/১৬ কিলোমিটার দূরের চট্টগ্রাম নগরীতে। এ ব্যাপারে প্রশাসন একেবারে নির্বিকার। হলে অবস্থানরত গুটিকয়েক ছাত্রকেও হল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য শিবির ক্যাডাররা হুমকি

চট্টগ্রাম ... পৃঃ ২ কঃ ৭

চট্টগ্রাম ঃ ভার্সিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিচ্ছে বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়। শিবির লিয়াজোঁ কমিটির নেতাদের সাথে বৈঠকে বসার সুনির্দিষ্ট কোন সময় না দেয়ার কারণে প্রশাসনের সাথে আলোচনা প্রক্রিয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিবিরের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, প্রশাসন শিবির নেতা হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে না। তাদের ৫ দফা দাবি মেনে নিলে অবরোধ প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে। এমনিতে গত শনিবার থেকে শিবিরের ডাকা লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি চলছে।

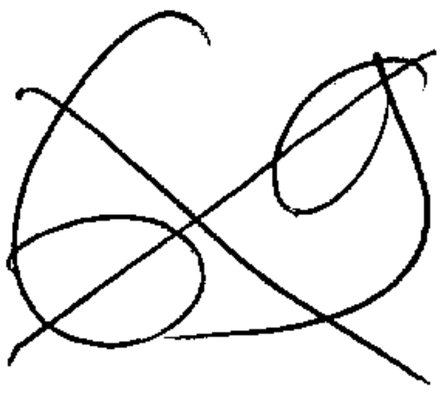

চট্টগ্রাম ভার্সিটি সোমবার খুলতে যাচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ একটানা সাড়ে ৪ মাস বন্ধ থাকার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আগামী সোমবার খুলতে যাচ্ছে। গত ১৯শে ডিসেম্বর দু শিবির কর্মী খুন হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা শুরু হয়। গতকাল ১২টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও শিবিরের নেতৃবৃন্দের সাথে উপাচার্যের সম্মেলনকক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সিন্ডিকেট সদস্যদের একটানা রুদ্ধদ্বার বৈঠকশেষে একটি সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়।

সমঝোতা অনুসারে আগামী ৭ই মের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তিন শিবির কর্মী হত্যাসহ অন্য ঘটনাবলির ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটিগুলোর রিপোর্ট অনুসারে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দান এবং নীতিগতভাবে স্বীকৃত অন্য দাবিসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।